ছিটে ফোঁটা- ৪

(যদিও একজন সাধারন মানুষ হয়ে মানুষের জন্যে কেবল প্রার্ধনা ছাড়া কিছুই করার থাকেনা তবু এই সামান্য লেখা সেইসব হতভাগ্য নিষ্পাপ শিশুদের স্মৃতির উদ্দ্যেশে নিবেদন করছি, মাত্র ক'দিন আগে যাদের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে ট্রাক দূর্ঘটনায় ।)

গত তিন দিনের টানা বৃষ্টিতে শহর চুবনী খাচ্ছে। ছ্যাতর ছ্যাতর বৃষ্টি!! পড়েই যাচ্ছে। জলমগ্ন শহর। বাসে উঠেছি। ঠেকে গেলে ওরকম প্রায়ই উঠি। 'সিটিং সার্ভিস' লেখা বাস। তবু দেখি, বালিশে তুলো ভরার মত চেপে চেপে যাত্রী ওঠায় কন্ডাকটর। যতটা পারে। আর মানুষও সেইরকম। একটা নামলে দশটা ওঠে। ঠাসাঠাসি গা। বসা দুরে থাক, দাড়ানোই কঠিন। ধুলোবালি, ধাক্কাধাক্কি। সব মিলে এমন দুরবস্থা যে বলার না।!! বুঝতে পারি সিটিং সার্ভিসের মানে এখানে অন্যরকম। ওদিকে কন্ডাক্টর সমানে বাসের গায়ে হাত পেটায়। চিল্লিয়ে লোক ডেকে তোলে। ভাবি, আর দশ বছর পর এই হাতের কি হবে? কি হবে গলার আওয়াজটার? ফেটে কি চৌচির হয়ে যাবে সামনের ফাটা উইন্ডশীল্ডের মত?

আলাভোলা চোখে এক নজর ড্রাইভারকে দেখি। দেখিনা ঠিক, পাহারা দেই। কারন আছে। পরে বলছি। ড্রাইভারের চেহারা খাস কিছুনা। যেমন হয়,অমনই। কালো, শুকনো। রোদ-পাকানো চেহারা। পান খাওয়া লালচে দাঁত। মুখ দেখলেই বুঝি দুনিয়ার সব বাস তার এক নম্বর শত্রু । জান থাকতে ওভারটেক করতে দেবেনা একটিকেও। থেকে থেকে খিস্তি করে। খেউড়তো আছেই । মাথার উপর ঝুলে থাকে একরত্তি ফ্যান। ঘুরতে ঘুরতে ঘেমে যায়। তবু তার মাথা ঠান্ডা হয়না। মোবাইল কানে ধরে খালি কথা কয়। তাকে দেখার এটাই কারন। কথা বলতে বলতে কখন যে বিপদ ঘটায়, কেজানে! অবশ্য চোখ দিয়ে পাহারা দিলেই কি আর বিপদ আটকানো যাবে? যায় কখনও?

ছোট্ট এক ট্রাক। আর তারমধ্যে ঠেসে ভরা ৪৬টা বাচ্চা। মীরসরাইয়ের কাহীনির শুরু এটাই। ওরা সবাই খেলা শেষ করে একসাথে তখন বাড়ী ফিরছিল। ওদিকে গাড়ী চালাতে চালাতে মোবাইলে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে চালক। কি সর্বনাশ! কথার ফাঁকে হঠাৎ ছেচল্লিশটা বাচ্চাসহ সেই ট্রাক ছিটকে পড়ল পাশের খালে। আর এক নি:শ্বাসে তলিয়ে গেল। ঠিক তলিয়ে গেল না, জলমগ্ন বিকট অন্ধকারে কাদা পানির সাথে অসহায় শিশুদের এক নিষ্ঠুর তান্ডব বাধিয়ে দিল । শত্রুর মত নাক মুখ দিয়ে ঢুকে গেল সেই কাদা পানি আর দ্রুত জমে গেল পাকস্থলীতে। মেখে গেল ফুসফুস অন্ত্র-তন্ত্র, রক্তনালী, সব। উপায় থাকলনা চোখ খোলারও। অতএব বন্ধ চোখেই অতিমানবীয় শক্তিতে লড়ে সর্বচ্চ লড়াই!!

নিস্পাপ অথচ উপায়হীন!! ওদিকে নি:শ্বাস আটকে যাওয়া বাচ্চাদের অসহ্য ছটফটানিতে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে খালের পানিও । কোথায় যায়!! কি করে!!
এ জগতে নি:শ্বাসের চেয়ে এমন আর কি আছে যা মুহূর্তে বেরয়? অতএব পানির তলায় জন্মের মত আটকে পড়া তাদের কাউকেই সেই মরন যুদ্ধ বেশীক্ষন চালাতে হয়নি । কিন্তু এত লাশ একসাথে সামাল দেওয়াও কি সোজা কথা ?

ওদিকে মা কোল হাতড়ে দেখেন- কোল খালি । ছেলে নেই! দৌড়ে যেয়ে দেখেন, উঠোনে ছেলে নিস্প্রান ঘুমায় । আহারে, যাদুর দুই চোখ ভরা কি ঘুম!! কি ক্লান্তি! ঘুমাবেইতো । না জানি কি আকাশ পাতাল যুদ্ধ করেছে বাছা তার এতক্ষন! শুধু একটু বাচার জন্যে! মা'র কোলে আর একটাবার আসার জন্যে!! আহা, তার বুকফাটা চিৎকার না জানি কোন আসমান পর্যন্ত পৌছেছিল!!
স-ব কেমন খালি হয়ে গেল! মায়ের বুক । খেলার মাঠ । বাড়ীর উঠোন । এমনকি স্কুলের বেঞ্চগুলি পর্যন্ত!
]
উপর্যুপরি অনিয়ম আর অবহেলা যে দেশের মানুষের নিত্য স্বভাব সেখানে মৃত্যুর সহজ আর কঠিন বলে কিছু নেই । এতো সেই অকার্যকর রাজ- ব্যবস্থা যেখানে বাচ্চাদের বাসে না চড়ে চড়তে হবে ট্রাকে । সেই ট্রাক আবার চালাবে আধা ড্রাইভার তথা হেলপার । আনাড়ী হলেও যার কোন পরোয়া থাকবেনা । ভয় পাওয়াতো দুরের কথা । এবং শেষ পর্যন্ত মোবাইল কানে চেপে কথা বলার লোভ সামলাতে পারবেনা যে একদন্ডও । অথচ বিপদ ঘটিয়ে দিয়ে চোখের নিমেশেই আবার পালিয়ে যাবে সেই ঘাতক ।
এই ঘটনার পর,
সরকার এগিয়ে আসলেন, সশরীরে । আর মৃত শিশুদের জন্যে সরকারী সান্তনা হিসেবে পাওয়া গেল মাথাপিছু ২৫ হাজার টাকা । মরা সন্তানের শোক ভোলাতে এই টাকা কতখানি দরকার ছিল জানিনা । কেবল ভাবি না জানি কত বড় দূর্ভাগ্য হলে এমন টাকাও মানুষকে হাত দিয়ে ধরে দেখতে হয়!! অথচ এর না হলো কোন প্রতিকার, না সুব্যবস্থা ।
দরকার ছিল শিশুদের জন্য উপযুক্ত যানবাহন দেয়া । আর আনাড়ী চালক দিয়ে গাড়ী চালানোর রেওয়াজ জন্মের মত বন্ধ করা । হয়নি । সম্ভবত: তার চে অনেক সহজ হয়েছে নগদ টাকায় সরকারী রফা করা । যা না হলেও কিছু এসে যেতনা । কি বলব, এই এক আশ্চর্য দেশ, যে দেশের রাজা উজীরগন প্রজারে পরায় শুধু কোনমতে সেলাই করা এক জামা, যা ক'দিন পরপর ছেড়ে । আর অপূরনীয় ক্ষতিও নির্লজ্জে পূরন করতে চায় গোনা ক'টা টাকায়!

ডালিয়া নিলুফার
প্রাবন্ধিক